ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... MAR 1 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

29

জননিরাপত্তা আইনে মামলার আসামি ৬ বছরের শিশু!

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিনিধি : বোমা হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ এনে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ৬ বছরের শিশু পারভেজের বিরুদ্ধে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি এ মামলা করা হয়। পরে জানা যায়, এজাহারে ভুল হয়েছে। এই পারভেজ আদৌ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্য পারভেজ আসামি কিন্তু বাবার নাম ঠিকানা এজাহারে শিশু পারভেজেরই লেখা হয়েছে।

শিশু পারভেজ এখন পুলিশ আতঙ্কে ভুগছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠছে। স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মনিরামপুর থানা সদরে সহিংস ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পৌর কমিশনার গৌরকুমার ঘোষ আওয়ামী লীগ অফিস, পৌরসভার গাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর ও বোমাবাজির অভিযোগ এনে ৬৮ জনকে আসামি করে মনিরামপুর থানায় এদিন অভিযোগ দাখিল করেন। জননিরাপত্তা বিশেষ বিধান ধারার ৭ (ক) (খ)/১০/১২ অধীনে মামলাটি গ্রহণ করা হয়। এ মামলায় মাসুদ পারভেজ (১৬) নামে এক তরুণকে পুলিশ ১৭ তারিখেই আটক করে। পারভেজের বাবার নাম মৃত ওলিয়ার রহমান, গ্রাম কাজিপাড়া, থানা মনিরামপুর। কিন্তু এজাহারে আসামির নাম উল্লেখ করা হয় মাসুদ পারভেজ, পিতা ওলিয়ার রহমান, গ্রাম জুড়ানপুর কাজিপাড়া, থানা মনিরামপুর। এই পারভেজের বাবার নাম আর আটক পারভেজের বাবার নাম একই। কাজিপাড়ার পারভেজের বয়স ৬ বছর। সে তাহেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। এজাহারে নাম থাকার কারণে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশ জুড়ানপুর গ্রামে পারভেজদের বাড়ি যায়। পুলিশ কর্মকর্তা দেখতে পান পারভেজ শিশু। এ কারণে তিনি পারভেজকে মা-বাবা ও স্থানীয় লোকদের জিম্মায় রেখে আসেন। এরপর চাউর হয় শিশু পারভেজ জননিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ১৬ নং আসামি। লোকজন তাকে দেখতে আসা শুরু করে। ভয় ছড়িয়ে পড়ে পারভেজ আর তার মা-বাবার মধ্যে।

কথা হয়, কৃষক পিতা ওলিয়ারের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমার একটাই ছেলে। মামলার আসামি হয়েছে বলে ছেলে আর স্কুলে যায় না। সাথীরা ওকে বলেছে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, এ জন্য সে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। শিশু কান্নাকাটি করে। ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জননিরাপত্তা আইনে মামলার

● প্রথম পাতার পর

মা পারুল বেগম বললেন, ঘটনার পর থেকেই ছেলের জ্বর। জ্বর আর কমছে না। আমরা কি ঝামেলায় পড়লাম।

শিশু পারভেজ জননিরাপত্তা মামলার আসামি এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করে ওসিকে পাওয়া যায়নি। থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই জাহাঙ্গীর বলেন, এজাহারে ভুল হয়েছে। আসল পারভেজ কারাগারে আটক আছে। আমরা ফরোয়ার্ডিংয়ে নাম ঠিকানা ঠিক করে দিয়েছি। মামলার চার্জশিট কিংবা ফাইনাল রিপোর্টে ছোট পারভেজের নাম বাদ দেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে মামলার বাদী গৌরকুমার ঘোষ বলেন, মামলা আমি করলেও যে এজাহার লিখেছে সেই ভুল করেছে। এ কারণে আমি পারভেজের বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে এসেছি।